জেলা সমবায় দপ্তর, হবিগঞ্জের কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রসঙ্গে

প্রযুক্তি ও কর্মপরিবেশ পরিবর্তনের কারণে প্রয়োজনের আলোকে প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মীদের দক্ষতা বাড়ানোর প্রয়োজন পড়ে যাতে তারা সঠিক কাজটি সঠিকভাবে সঠিকসময়ে করতে পারে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীগণ কার্যসম্পাদন বিষয়ে বাস্তবজ্ঞান দক্ষতা, যোগ্যতা ও নৈপুন্য অর্জন করতে পারে; কার্যসম্পাদনের সর্বশেষ কৌশল অর্জন করতে পারে। ফলে তাদের কাজটিও তারা সঠিকভাবে করতে পারে। তাই প্রশিক্ষণই হলো কর্মীদের সাফল্যের চাবিকাঠি। কর্মীদের দক্ষতা, যোগ্যতা, নৈপুণ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষতার সাথে কার্য সম্পাদনের জন্য প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম।

সরকারি কর্মচারীদের কর্মপন্থা ও কর্মোদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন তাদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে অধিকতর সচেতনতা। আর এই সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন চাকরি সংক্রান্ত আইন-বিধি সম্পর্কে সম্যক ধারণা আহরণ করা। দক্ষ নির্বাহীর জন্যও চাকরি সংক্রান্ত বিধি-বিধান জানা ও মান্য করা অপরিহার্য। এই সকল বিধি-বিধান সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে পৃথক পৃথকভাবে জারি হয়ে থাকে। এগুলো শুধুমাত্র পাঠ করে এগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন একজন কর্মচারীর পক্ষে কষ্টসাধ্য, তাছাড়া এই সমস্ত বিধি-বিধান প্রয়োজনের তাগিদে মাঝে মাঝে সংশোধিতও হয়। চাকরি সংক্রান্ত বিধি-বিধান ভালোভাবে জানা কর্মীদেরকে শুধু অধিকতর দক্ষই করেনা, তাদের কর্মস্পৃহা, সচেতনতাও অনেকগুণ বৃদ্ধি করে। তাই প্রতিটি সরকারি কর্মীর চাকরি সংক্রান্ত সরকারি বিধি-বিধান সম্পর্কে অবহিত হওয়া একান্ত অপরিহার্য। আর যথাযথ

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীগণ সরকারি বিধি-বিধান ভালোভাবে রপ্ত করতে পারেন।

জেলা সমবায় দপ্তর, হবিগঞ্জের আওতাধীন কর্মীদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে যাতে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় সেজন্যই শিক্ষণ কর্মসূচিগুলোতে চাকরি সংক্রান্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ আইন-বিধি অবগত করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কর্মীদের বেশ সাহায্য করে থাকে যা তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক।

চাকরি সংক্রান্ত আইন-বিধির পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানদানের লক্ষ্যেও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে অন্যতম হলো ই-নথি প্রশিক্ষণ। ই-নথি হচ্ছে মূলত কাগজহীন সরকারি দপ্তর। এ বছরের (২০২১) মধ্যেই দেশের সব সরকারি দপ্তরকে ই-নথি ব্যবস্থাপনায় এনে কাগজের ব্যবহার একদম কমিয়ে আনাই সরকারের লক্ষ্য। সরকারি কাজের সেবাকে ডিজিটাল করতেই সরকার ই-নথির উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। সরকারি কাজের গতি বাড়াতে, সময়ের কাজ সময়ে সমাপ্ত করার মানসে ও সময়মতো সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালের মার্চ থেকে শুরু হয় এ কার্যক্রম। কাগজমুক্ত ই-নথি ব্যবস্থাপনা একদিকে সরকারি কাজে সময় বাঁচাচ্ছে, অন্যদিকে এতে জনভোগান্তি তৈরির সুযোগও রহিত হচ্ছে এবং কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও বাড়ছে। ই-নথির মাধ্যমে কাজ অনেক পরিবেশবান্ধব এবং আর্থিকভাবে কম খরচে হয়। এ সিস্টেমে কাজ ঝুলে থাকারও সুযোগ থাকে না। জনগণকে দ্রুত সেবা দিতে জেলা সমবায় দপ্তর, হবিগঞ্জের আওতাধীন কর্মীদেরকেও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তৎপর ও স্মার্ট হতে হবে;

জনসেবার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করতে হবে।

উল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই জেলা সমবায় দপ্তর, হবিগঞ্জ কর্তৃক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

স্বাঃ/
মোঃ নবীউল ইসলাম
জেলা সমবায় অফিসার
হবিগঞ্জ।